এক নজরে তরমুজ চাষ

পুষ্টিগুণ: তরমুজে ১১ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম রয়েছে। তাছাড়া খনিজ পদার্থ, শর্করা, খাদ্য শক্তি, ফসফরাস, ভিটামিন বি-১ এবং ভিটামিন-সি রয়েছে।

উন্নত জাত: ভিক্টর সুপার, ওশেন সুগার, বঙ্গ লিঙ্ক, গ্রীন ড্রাগন, সুগার এম্পেরর, ভিক্টরী (FI), এম এস সি বাংলালিংক।

চাষপদ্ধতি: সাধারণত মাদায় সরাসরি বীজ বপনের পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করে মাদায় রোপণ করাই উত্তম। এতে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং জমিতে ফাঁকা জায়গা থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণত প্রতি মাদায় ৩-৪টি বীজ বপন করা হয়। বপনের ১০ দিন আগে মাদা তৈরি করে মাদার মাটিতে সার মেশাতে হবে। দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে দুই মিটার অন্তর মাদা তৈরি করতে হবে। মাদার সাইজ হবে ২০×২০×২০ ইঞ্চি। বীজ গজানোর পর প্রতি মাদায় দুটি করে চারা রেখে বাকি চারাগুলো তুলে ফেলতে হবে। বীজ বপনের চেয়ে তরমুজ চাষে চারা রোপণ করাই উত্তম। চারা তৈরি করার জন্য ৪×৫ ইঞ্চি মাপের পলিথিনের ব্যাগে ৫০:৫০ অনুপাতে বালু ও পচা গোবর সার ভর্তি করে প্রতি ব্যাগে একটি করে বীজ বপন করতে হবে। ৩০-৩৫ দিন বয়সের ৫-৬ পাতা বিশিষ্ট একটি চারা মাদায় রোপণ করতে হবে।

সার ব্যাবস্থাপনা: প্রতি শতকে গোবর/ কম্পোষ্ট ১০-১৫ টন, ইউরিয়া ২৮০ কেজি, টি এস পি ১০০ কেজি, এম ও পি ৩২০ কেজি। জমি তৈরির সময় মাদা প্রতি ৮-১০ দিন আগে পঁচা গোবর/জৈব সার ১০ কেজি, খৈল ৫০০ গ্রাম, টি এস পি ২৫০ গ্রাম ও ছাই ৪ কেজি। চারা ২০-৩০ সেমি. (পৌনে ১ ফুট হতে ১ ফুট) লম্বা হলে ৩-৪ সপ্তাহ পরপর ২ কিস্তিতে প্রতি মাদায় ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম এম ও পি সার প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড়:

- তরমুজের ফলের মাছি পোকা দমনে সাইপারমেথরিন জাতীয় বালাইনাশক (যেমন কট বা ম্যাজিক ১০ মিলি লিটার প্রতি ১০ লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার) সকালের পরে সাঁজের দিকে স্প্রে করুন। স্প্রের পুর্বে খাবারযোগ্য ফল পেড়ে নিন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- তরমুজের মাজরা পোকা দমনে থায়োমিথোক্সাম(২০%)+ক্লোরানিলিপ্রোল(২০%) জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভিরতাকো ১.৫ গ্রাম) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) অথবা ফিপ্রনিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন: রিজেন্ট বা গুলি ১০-১৫ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- তরমুজের জাবপোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার/২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার) প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।
- থ্রিপস আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার/২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার) প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।
- রেড পামকিন বিটল/পাতার বিটল পোকা দমনে সাইপারমেথরিন জাতীয় বালাইনাশক (যেমন কট বা ম্যাজিক ১০ মিলি/১০ লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার) সকালের পরে সাঁজের দিকে স্প্রে করুন।
- লাল মাকড় দমনে সালফার জাতীয় বালাইনাশক (যেমন সালফেক্স ৮০ ডব্লিউপি, সালফটক্স ৮০ ডব্লিউপি, ম্যাক সালফার ৮০ ডব্লিউপি, রনভিট ৮০ ডব্লিউজি ১৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

রোগবালাই:

- এনথ্রাকনোজ/কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- তরমুজের ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ দমনে কপার হাইড্রোক্সাইড জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ চ্যাম্পিয়ন ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- কান্ড পচা রোগ দমনে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: ডাইথেন এম-৪৫, ২৫ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- মোজাইক রোগ দমনে বাহক পোকা দমন করতে হবে। বাহক পোকা দমনে জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সতর্কতা: বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন। ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যাবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে সাত থেকে ১৫ দিন পর বাজারজাত করুন।

আগাছা: জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

সেচ:

সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে- বীজগজানোর জন্য একটি হালকা সেচ দিতে হয়। চারা গজানোর পর থেকে স্বাভাবিক নিয়মে সেচ দিতে হবে।

চারা রোপনের ক্ষেত্রে- চারা রোপনের সময় চারার গোড়ায় হালকা সেচ দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে মাদায় পানির অভাব হলে ৮-১০ দিন পরপর মাদার চার দিকে রিং করে সেচ দিতে হবে।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ: অতিবৃষ্টি ও জলাদ্ধতা সমস্যা সমাধানে নালা তৈরি করে রাখুন যাতে অতি বৃষ্টিতে পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়।

ফসল সংগ্রহ: জাত ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে তরমুজ ফল পাকতে ৮০-১০০ দিন সময় লাগে। ফলের পাকা অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন। তবে নিম্নোক্ত লক্ষণ অনুমান করে ফসল পাকা অনুমান করা যায়।

* ফলের বোটার সঙ্গে যে আকাশী রঙ থাকে তা শুকিয়ে বাদামী রঙের হয়।

* খোসার উপরের সূক্ষ লোমগুলো মরে পরে গিয়ে তরমুজের খোসা চকচকে হয়।

* তরমুজের যে অংশটি মাটির উপর লেগে থাকে। তা সবুজ থেকে উজ্জ্বল হলুদ রঙের হয়ে থাকে।

* শাঁস লাল টকটকে হয়।

* আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে যদি ড্যাব ড্যাব শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে যে ফল পরিপক্ক হয়েছে। অপরিপক্ক ফলের শব্দ হবে অনেকটা ধাতবীয়।

ফসল সংরক্ষণ: সংরক্ষণ করা হয় না। সরাসরি বাজারজাতকরণ করা হয়।

ফলন: জাতভেদে শতক প্রতি ৪০০-৪৫০ কেজি।